কলকাতা হাইকোর্ট

মহামান্য বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে

খান্ডেকার আজমাল হাসান বনাম জাতীয় বীমা কোম্পানি লিমিটেড

এফ. এম. এ-1095, অফ 2010- 05/12/2022 তারিখে -এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

(A) মোটর যানবাহন আইন (1988 সালের 59), ধারা 168 -ক্ষতিপূরণ-মৃত ব্যক্তির আয়-দাবিদার বলেছেন যে তার ছেলে (মৃত) , প্রতি মাসে 5,000/- টাকা উপার্জন করত।তাঁর ইট ও পাথরের চিপের ব্যবসা থেকে এবং শ্রম ঠিকাদার হিসাবেও-দাবিদার আরও বলেছিলেন যে পঞ্চায়েত প্রধান তাঁর ছেলের পক্ষে আয়ের শংসাপত্র জারি করেছিলেন-দুর্ভাগ্যবশত, শংসাপত্রটি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি-প্রাসঙ্গিক সময়ে মৃত ব্যক্তির ব্যবসার সমর্থনে অন্য কোনও নথি দাখিল করা হয়নি-ক্ষতিপূরণ মূল্যায়নের জন্য আদালত মৃত ব্যক্তির মাসিক আয় .4,000/ টাকা হিসাবে নির্ধারণ করেছে।

(অনুচ্ছেদ 13)

(B) মোটর যানবাহন আইন (1988 সালের 59), ধারা 166- ইচ্ছাকৃত অবহেলা-মুখোমুখি সংঘর্ষ -আবেদন যে দুর্ঘটনাটি একটি ক্রস্‌সিং এ ঘটেছিল কিন্তু ট্রাইব্যুনাল মৃতের পক্ষ থেকে 25% পর্যন্ত অবহেলা বিবেচনা করে যা ন্যায়সঙ্গত ছিল না-দুর্ঘটনাটি রাস্তার একটি সাধারণ ক্রস্‌সিং এ ঘটেছিল এবং সেক্ষেত্রে উভয় যানবাহনেরই সেই ক্রস্‌সিং অতিক্রম করার সময় যত্ন নেওয়া উচিত ছিল-"রেস ইপ্সা লকুটুর" মতবাদ প্রয়োগ করে, 10% পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দায়িত্ব নির্ধারণ করা ন্যায়সঙ্গত হবে।

(অনুচ্ছেদ ১৪)

(C) মোটর যানবাহন আইন (1988 সালের 59), ধারা 168 -ক্ষতিপূরণ- বৃদ্ধি-মৃতদের বার্ষিক আয় ছিল 48, 000/- টাকা। 19, 200/- টাকা দেওয়া হয় ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য। 33, 600/- ব্যক্তিগত খরচের জন্য কেটে নেওয়া হয়েছে-16 এর গুণক প্রয়োগ করা হয়েছে-- 30, 000/- আর্থিক ক্ষতির জন্য প্রদান করা হয়-10% ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য কেটে নেওয়া হয়- ক্ষতিপূরণ Rs.3, 00,000/- থেকে বাড়িয়ে Rs.5, 10,840/- সুদ সহ @6% p.a করা হয়।

(অনুচ্ছেদ ১৫)

আইনজীবীদের নাম

বাদী র পক্ষে উদয় শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু মাজি, শ্রীমতি স্নিগ্ধ সাহা, শ্রীমতি তৃষা রক্ষিত, বিবাদীর পক্ষে পরিমল কুমার পাহাড়ি।

---

1. রায়ঃ- এই আপিলটি মোটর যানবাহন আইন, 1988-এর 166 ধারার অধীনে 2005/2004-এর এম. এ. সি Case No.99-এর সাথে সম্পর্কিত 5ম আদালত, বর্ধমানের মোটর দুর্ঘটনা ক্লেম ট্রাইব্যুনালের 30শে মার্চ, 2006 তারিখের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশিত হয়েছে, যার মাধ্যমে মাননীয় বিচারক দাবিদারদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে - 3,00,000/- টাকা এর ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করেছেন।

2. বর্ধমান জেলার তাজপুর থানা মেমারি গ্রামের বেলা খোন্দেকর ওরফে খোন্দেকর খাসনুর হোসেন নামে 27 বছর বয়সী এক ব্যক্তির 2004 সালের 26শে সেপ্টেম্বর সকাল 9টার দিকে একটি মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণে এই দাবি দায়ের করা হয়। আহমেদপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে ভুল দিক থেকে আসা একটি বাস, যার রেজিস্ট্রেশন নং WGH-9681 তাকে ছিটকে দেয়। ফলস্বরূপ, তিনি গুরুতর রক্তক্ষরণের শিকার হন এবং মেমারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।তাঁকে বর্ধমান হাসপাতালে এবং পরে কোলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় যেখানে তিনি মারা যান।

3. বাসের মালিক দাবির আবেদনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি কিন্তু ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড সমস্ত বস্তুগত অভিযোগ অস্বীকার করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দাবি করে যে দাবিদাররা কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নয়।

4. মামলাটি প্রমাণ করার জন্য, আপিলকারী/দাবিদাররা মৃত ব্যক্তির বাবা খোন্দকার আজমল হোসেনকে পিডব্লিউ-1 হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যিনি প্রাসঙ্গিক সময়ে প্রায় 27 বছর বয়সী তাঁর ছেলের সমস্ত ঘটনা এবং আয় বর্ণনা করেছিলেন।তিনি ক্ষতিপূরণ হিসাবে 7,00,000/- টাকা দাবি করেন।তিনি বিশেষভাবে বলেছিলেন যে তাঁর ছেলে ইট ও পাথরের চিপ সরবরাহের কাজ করতেন এবং একজন শ্রমিক ঠিকাদারও ছিলেন।পাল্টা পরীক্ষায় তিনি বলেন যে পঞ্চায়েত প্রধান তাঁর ছেলের পক্ষে আয়ের শংসাপত্র জারি করেছিলেন।

5. পিডব্লিউ-2 নিজেকে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করে সাক্ষ্য দেয় যে প্রাসঙ্গিক তারিখ ও সময়ে সে ইট পরিষ্কার করতে যাচ্ছিল এবং রাস্তার মোড় নেওয়ার জায়গায়, একটি বাস, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল।WGH-9681 তাকে ধাক্কা দেয়।মৃত ব্যক্তিটি তার পরিচিত ছিল।সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভ্যানে করে মেমারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।তাঁকেও ভর্তি করা হয় এবং পরে বর্ধমান হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।পাল্টা আপত্তি জানিয়ে তিনি দুর্ঘটনার তথ্য তুলে ধরেছেন, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে দুর্ঘটনাটি "এস" ধরনের মোড়

নেওয়ার জায়গায় ঘটেছিল যার একটি প্রান্ত আহমেদপুরের দিকে এবং অন্যটি পাহাড়হাটির দিকে ছিল।সাক্ষী আহমেদপুরের দিকে ছিলেন যেখান থেকে তিনি প্রথমে দুর্ঘটনাটি দেখেছিলেন যদিও মৃত ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছিল না।তিনি আরও সাক্ষ্য দেন যে, ঘটনাটি ঘটেছিল যখন মৃত ব্যক্তি আহমেদপুর দিক থেকে পাহাড়হাটি দিকে ঘুরছিলেন এবং অভিযুক্ত অপরাধী গাড়িটি বিপরীত দিক থেকে ঘুরছিল।সাক্ষী বলতে পারেননি যে মৃত ব্যক্তি সেই রাস্তায় বাঁক নেওয়ার আগে হর্ন লাগিয়েছিলেন কিনা।

6. নথি থেকে জানা যায় যে, এফ, আই, আর, এর তথ্য প্রতিবেদন, চার্জশিট, ভোটার পরিচয়পত্র, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন, মৃত্যু শংসাপত্র, বীমা পলিসি এবং পঞ্চায়েত শংসাপত্রের অনুলিপি দাখিল করা হয়েছিল।

7. প্রমাণ পর্যালোচনার পর, মাননীয় ট্রাইব্যুনাল 3,000/ টাকা এর আয়ের উপর ক্ষতিপূরণ মূল্যায়ন করে এবং দোষী বাসের 75% দায় পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করে।রায় চলাকালীন, মাননীয় ট্রাইব্যুনাল মতামত দিয়েছে যে পিডব্লিউ-2 দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে মোটর সাইকেল চালানোর ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও অবহেলা রয়েছে। আবেদনকারী/দাবিদারদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী উদয় শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় যুক্তি দেখিয়েছেন যে প্রাসঙ্গিক সময়ে, মৃত ব্যক্তি তার ইট ও পাথরের চিপের ব্যবসা এবং শ্রম ঠিকাদার থেকে প্রতি মাসে 5,000 টাকা উপার্জন করতেন।

8.তিনি নথিতে দাখিল করা পঞ্চায়েত শংসাপত্রের কথাও উল্লেখ করেন।

9. তদনুসারে, তিনি বলেছেন যে 2004 সালে -5,000/ টাকা আয় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।তিনি আরও বলেছেন যে দুর্ঘটনাটি একটি ক্রস্‌সিং এ ঘটেছিল কিন্তু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল মৃতের পক্ষ থেকে 25%এর পরিমাণের অবহেলা বিবেচনা করেছে যা ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

10.মাননীয় পরিমল কুমার পাহাড়ি, প্রতিবাদী নং-1ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এর পক্ষে আইনজীবি জানিয়েছেন যে ট্রাইব্যুনাল মাসিক আয় 3 হাজার টাকা হিসাবে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছে এবং মৃত ব্যক্তি ইছাকৃত অবহেলা বিবেচনা করে ট্রাইব্যুনাল সঠিকভাবে 25 শতাংশ কেটে নিয়েছে।

11.অতএব, এই আবেদনে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।একটি হল মৃত ব্যক্তির আয় এবং দ্বিতীয়টি হল দুর্ঘটনায় জড়িত যানবাহনের ইছাকৃত অবহেলা।

12. মৃত ব্যক্তির আয়ের কথা ধরলে দেখা যায় যে, মৃত ব্যক্তির বাবা পিডব্লিউ-1 তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, তাঁর ছেলে ইট ও পাথরের চিপের ব্যবসা করত এবং শ্রমিক ঠিকাদারও ছিল এবং প্রতি মাসে -.5,000/ উপার্জন করত।পিডব্লিউ-1 পঞ্চায়েত কর্তৃক জারি করা একটি শংসাপত্রের কথাও উল্লেখ করেছে।দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হয়নি।তা ছাড়া, সংশ্লিষ্ট সময়ে মৃত ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত ব্যবসার সমর্থনে অন্য কোনও নথি দাখিল করা হয়নি।প্রমাণ এবং চার্জশিটের অনুলিপি থেকে জানা যায় যে মোটর সাইকেলটি মৃত বেলা খোন্দেকর @খোন্দেকর খাসনুর হোসাইনের ছিল।

13.সমস্ত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, ক্ষতিপূরণ মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সময়ে মৃত ব্যক্তির মাসিক আয় 4,000/- টাকা নির্ধারণ এবং প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

14.অবদানকারী অবহেলার ক্ষেত্রে, পিডব্লিউ-2-এর প্রমাণ থেকে জানা যায় যে দুর্ঘটনাটি রাস্তার একটি সাধারণ মোড় নেওয়ার জায়গায় ঘটেছিল এবং সেক্ষেত্রে উভয় যানবাহনেরই সেই সাধারণ মোড়টি অতিক্রম করার সময় যত্ন নেওয়া উচিত ছিল।

15.বিষয়টির উপরের দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি "রেস ইপসা লোকিটুর" মতবাদের উপর নজর রাখার ক্ষেত্রে, আমি মৃত ব্যক্তির দায়িত্ব 10%.এর ভিতরে নির্ধারণ করা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করি।এখন, আমি নিম্নরূপ ক্ষতিপূরণ সংশোধন করছিঃ_

মাসিক আয় 4, 000/-টাকা
বার্ষিক আয় (4,000/- x 12) 48, 000/- টাকা
যোগ করুনঃভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (@40%) 19, 200/-টাকা
67, 200/- টাকা
কম1/2 ছাড় (ব্যক্তিগত খরচ) 33, 600/- টাকা।
16 দ্বারা গুণ (বয়স অনুযায়ী-32 বছর) x 16
-5,37,600/- টাকা
যোগ করুনঃআর্থিক ক্ষতি 30, 000/- টাকা
.5,67,600/- টাকা
বাদ ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য 10%এর ছাড়। 56, 760/- টাকা
মোট .5,10,840/- টাকা
বাদ - ট্রাইব্যুনাল দ্বারা অনুমোদিত 3,00,000/- টাকা
বৃদ্ধি 2,10,840 টাকা

16.এই কারণে দেখা যায় যে, আবেদনকারী/দাবিদাররা দাবি পিটিশন দাখিলের

তারিখ থেকে বার্ষিক সুদ 6% সহ মোট 10,840/- টাকার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী অর্থাৎ 20শে ডিসেম্বর, 2004 তারিখ থেকে অর্থ জমা হওয়া পর্যন্ত।

17.জানা গেছে যে আপিলকারী/দাবিদাররা ইতিমধ্যে মাননীয় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত .3,00,000/- টাকা পেয়েছেন।

18.অতএব, আবেদনকারী/দাবিদাররা 20শে ডিসেম্বর, 2004 তারিখে দাবি পিটিশন দাখিলের তারিখ থেকে অর্থ জমা হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক সুদ সহ 2,10,840/- টাকা পাওয়ার অধিকারী।

19.তদনুসারে, বিবাদী নং 1 ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডকে এই আদেশের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই আদালতের মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে প্রকৃত অর্থ জমা হওয়া পর্যন্ত দাবি পিটিশন দাখিলের তারিখ থেকে অর্থাৎ 20 ডিসেম্বর, 2004 পর্যন্ত বার্ষিক 6 শতাংশ সুদ সহ বর্ধিত পরিমাণ টাকা জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আবেদনকারী/দাবিদাররা সুদের সঙ্গে বকেয়া টাকা তুলে নেওয়ার অধিকারী।

20.মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেলকে যথাযথ সনাক্তকরণ করে আবেদনকারী/দাবিদারদের সমান ভাগে অর্থ বিতরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

21.উপরের পর্যবেক্ষণের সাথে, 2010 সালের এফ. এম. এ 1095 হওয়া আপিলটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

22.সমস্ত মুলতুবি আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হল।

23.এই আদেশের একটি অনুলিপি সহ মাননীয় ট্রাইব্যুনালের রেকর্ডগুলি অবিলম্বে ফেরত পাঠানো হবে।

24.এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

আবেদন মঞ্জুর হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।